ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

বিচ্ছেদের জল্পনার মাঝেই নতুন অধ্যায় শুরু করছেন ঐশ্বরিয়া

পৃঃ ৫

ব্যর্থ এমবাপ্পে, আনচেলত্তি বললেন সব ঠিক হয়ে যাবে

পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ৩২৯ ● কলকাতা ● ২১ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ ● শনিবার ● ০৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

ভারতের সঙ্গে কোনও আলোচনা নয়', বিদেশ সচিব পর্যায়ের বৈঠক ভেস্তে দেওয়ার হুমকি ইউনূসের উপদেষ্টার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ঢাকা: আগামী ৯ কিংবা ১০ ডিসেম্বর ভারত-বাংলাদেশের বিদেশ সচিব পর্যায়ের বৈঠক হওয়ার কথা। ওই বৈঠকে যোগ দিতে ঢাকায় পা রাখার কথা ভারতের বিদেশ সচিব বিক্রম মিশরি'র। বাংলাদেশে রাজনৈতিক পালাবদলের পর এই প্রথম ভারতের কোনও শীর্ষ আধিকারিকের বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখার কথা।চিন্ময় প্রভুর গ্রেফতারি ও বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই ঢাকার সঙ্গে দিল্লির দুরত্ব বাড়তে শুরু করেছে। লাগাতার দিল্লিকে হুমকি দিয়ে চলেছেন অন্তবর্তী সরকারের উপদেষ্টারা। যদিও দিল্লির তরফে পাল্টা কোনও মন্তব্য করা হয়নি। হিন্দু নির্যাতন নিয়ে ভারতীয় ও বিদেশি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনকে অবশ্য প্রথম থেকেই নস্যাৎ করে দিয়েছে ইউনূস সরকার। এমনকি হিন্দু নির্যাতনকে 'কল্পকাহিনী' ও 'গাঁজাখুরি' সংবাদ আখ্যা দিয়েছেন খোদ ইউনূস। এদিন বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে হিন্দু নির্যাতনের অভিযোগ সরাসরি খারিজ করে দিয়েছেন তিনি। আর তার কয়েক ঘন্টা বাদেই ভারতের বিদেশ সচিবের ঢাকার মাটিতে পা রাখা নিয়ে হুমকি দিলেন ইউনূস সরকারের উপদেষ্টা।কিন্তু ওই বিদেশ সচিব পর্যায়ের বৈঠক ভেস্তে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূসের উপদেষ্টা তথা জঙ্গি সংগঠন হিযবুত তাহরীর শীর্ষ নেতা মাহফুজ আলম। বৃহস্পতিবার (৫ ডিসেম্বর) খোদ বিদেশ উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনের পাশে দাঁড়িয়েই তিনি হুমকি দিয়েছেন, 'শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থানের স্বীকৃতি ভারতকে আগে দিতে হবে। এছাড়া শেখ হাসিনার শাসনামলে সংগটিত গণহত্যার দায়ভার স্বীকার করার আগ পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে কোনও গঠনমূলক আলোচনা হবে না।'বাংলাদেশ সরকারের বিদেশ মন্ত্রকের আমন্ত্রণেই যেখানে ভারতের বিদেশ সচিবের ঢাকায় আসার কথা, সেখানে সরকারের একজন উপদেষ্টা হিসাবে মাহফুজ আলম কীভাবে বৈঠক ভেস্তে দেওয়ার হুমকি দিলেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রাক্তন কূটনীতিবিদদের মতে, শেখ হাসিনার জমানার অবসানের পরে ঢাকা-দিল্লির মধ্যে যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে, তার অবসানে বিশেষ ভূমিকা রাখত দুই দেশের বিদেশ সচিব পর্যায়ের বৈঠক। কিন্তু সরকারের এক উপদেষ্টা যেভাবে বৈঠকের বিরোধিতা করছেন, তাতে বিদেশ সচিবের ঢাকা সফর স্থগিত রাখার সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেল দিল্লি।

ফাঁসির সাজা জয়নগরে নাবালিকা ধর্ষণ-খুনের মামলায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ন্যায়বচার পাওয়ার কথা ভাবতেই পারেনা সাধারণ মানুষ তবে জয়নগরে এক নাবালিকাকে ধর্ষণ-খুনের মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়া মুস্তাকিন সর্দারকে ফাঁসির সাজা শোনাল বারুইপুর আদালত। বৃহস্পতিবার ওই মামলায় মূল অভিযুক্ত মুস্তাকিনকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন বারুইপুরের ফাস্ট অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জাজেস কোর্টের বিচারক সুব্রত চট্টোপাধ্যায়।

পাল্টা দোষীর ফাঁসির দাবি জানিয়েছিলেন বিশেষ সরকারি আইনজীবী। তাঁর বক্তব্য, মুস্তাকিনকে যে যে ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে, তার মধ্যে চারটি ধারায় সর্বোচ্চ সাজা ফাঁসি। বছর কুড়ি পর যদি অপরাধী বাইরে বেরিয়ে আসেন, তখন সমাজে কী প্রতিক্রিয়া হবে? সরকারি আইনজীবী বিভাস বলেন, "মেয়েটি বিশ্বাস করে ওর (অপরাধীর) সাইকেলে উঠেছিল। এর পর মেয়েটিকে নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে খুন করেছে! এটা পূর্বপরিকল্পিত। মুখ টিপে, শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে। মৃত্যু নিশ্চিত করতে শক্ত জমির উপর বার বার মাথা ঠুকে দেওয়া হয়েছে। মেয়েটির শরীরে ৩৮টি আঘাতের চিহ্ন মিলেছে। নৃশংস ঘটনা! একে ক্ষমা করা হলে ভবিষ্যতে আবার ঘটবে এই ধরনের ঘটনা।" সরকারি আইনজীবীর বক্তব্যে আরজি করের নিহত মহিলা চিকিৎসকের প্রসঙ্গও উঠে এসেছিল। শেষমেষ সরকার পক্ষের আইনজীবীর ফাঁসির আবেদনেই সাড়া দিলেন বিচারক।এর পর শুক্রবার রায় ঘোষণা করেন তিনি। পাশাপাশি, মৃতার পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

মামলার রায়দানের পর সরকারি আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায় বলেন, "নৃশংস ঘটনা। বিরল ঘটনা। তাই ফাঁসির আবেদন করেছিলাম আমরা। বিচারক দোষীকে ফাঁসির সাজাই দিয়েছেন। এই মামলায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ডিএনএ প্রোফাইল মিলে গিয়েছে। ফলে সন্দেহের আর কোনও অবকাশই থাকে না।"আরজি করের আন্দোলনের আবহে প্রকাশ্যে এসেছিল জয়নগরের ঘটনা, যার জেরে বিস্তর শোরগোলও পড়েছিল প্রাথমিক ভাবে। জয়নগরে নির্যাতিতার বাড়িতে গিয়েছিলেন আরজি করের আন্দোলনকারীরাও। শুধু তা-ই নয়, ধর্মতলায় জুনিয়র ডাক্তারদের অনশনমঞ্চের সামনে নির্যাতিতা নাবালিকার 'প্রতীকী মূর্তি'ও রাখা হয়েছিল। 'জাস্টিস ফর আরজি কর'-এর পাশাপাশি 'জাস্টিস ফর জয়নগর' স্লোগানও উঠেছিল। অন্য দিকে, চার মাস কেটে গেলেও আরজি কর-কাণ্ডের বিচারপ্রক্রিয়া এখনও চলছে। ওই মামলার তদন্তভার তুলে দেওয়া হয়েছিল সিবিআইয়ের হাতে। সিবিআই শিয়ালদহ আদালতে ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিয়েছে। শুরু হয়েছে বিচারপ্রক্রিয়া। অন্য দিকে, মাত্র ৬৩ দিনের মাথায় বিচার এল জয়নগরকাণ্ডে।জয়নগরের ঘটনায় দোষীর ফাঁসির সাজা হতেই এক্স হ্যান্ডলে রাজ্য পুলিশের তরফে একটি পোস্ট করা হয়। লেখা হয়, "জাস্টিস ফর জয়নগর!" পাশাপাশিই লেখা হয়েছে, "এই রায় নজিরবিহীন। নাবালিকাকে ধর্ষণ-খুনের মামলায় ঘটনার মাত্র ৬৩ দিনের মধ্যে অভিযুক্তের ফাঁসির আদেশ এর আগে পশ্চিমবঙ্গে কখনও ঘটেনি। এই মামলার তদন্তে আমাদের একটাই উদ্দেশ্য ছিল, যত দ্রুত সম্ভব নির্যাতিতা এবং তার পরিবারকে ন্যায়বিচার দেওয়া। মেয়েটি আর ফিরবে না। কিন্ত যে অভূতপূর্ব দ্রুততায় তাকে এবং তার পরিবারকে আমরা 'জাস্টিস' দিতে পেরেছি, দীর্ঘ দিন বিচারহীন থাকতে হয়নি, এটুকুই আমাদের সান্ত্বনা, আমাদের প্রাপ্তি।"গত ৪ অক্টোবর সন্ধ্যায় গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ে বাড়ি ফেরার পথে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল ওই নাবালিকা। মেয়ে বাড়ি না-ফেরায় খোঁজাখুঁজি শুরু করেন

এরপর ৩ পাতায়

বাংলাদেশিদের সঙ্গে কি এমন করলেন শুভেন্দু?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বাংলাদেশে অশান্তি যেন থামারই নাম নিচ্ছে না। আর সেই বিক্ষোভের আগুনেই হাত সেঁকছে কিছু ধ□ভীরু-মৌলবাদীদের দল। সনাতনী হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাস গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকে ওপর বাংলার সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর বেড়েই চলেছে নির্যাতনের মাত্রা। প্রায় প্রতিদিনই পড়শি দেশ থেকে আসছে কোনো কোনো আশান্তির টুকরো ছবি।শুরু বাংলাদেশের চিন্ময়কৃষ্ণ প্রভুর গ্রেফতারিতে ফুঁসে উঠেছেন শুভেন্দু। হিন্দু সন্ন্যাসীর নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে গত সোমবারেই সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছিলেন সনাতনীরা। যদিও আগেই সেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন শুভেন্দু। পাশাপাশি এদিন মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'মুক্তিযোদ্ধারা আরও একটু ঐক্যবদ্ধ থাকুন। ২০ জানুয়ারি ২০২৫-এর পর বিশ্ব সমাজ বাংলাদেশের জন্য এগিয়ে আসবে।'এই পরিস্থিতিতে চুপ করে বসে নেই বঙ্গ বিজেপি দল। পথে নেমে সক্রিয় আন্দোলনে সামিল হয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজনীতির রং নয় বরং একেবারে অরাজনৈতিকভাবে সনাতনী ঐক্য মঞ্চের নামে সুর চড়াচ্ছেন গেরুয়া বিধায়ক।বৃহস্পতিবার রানি রাসমনি অ্যাভিনিউতে সনাতনী হিন্দু সন্ন্যাসীদের হয়েই প্রতিবাদ সভায় সুর চড়ান শুভেন্দু। প্রকাশ্যে বিস্ফোরক দাবি করে তিনি বলেন, 'এক দিনের মধ্যে ওদের হালুয়া টাইট করে দিয়েছি'। সেটা কীভাবে? আসলে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বাংলাদেশ ভারতের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। সেই প্রসঙ্গ টেনে এনেই এদিন আরও একবার বাংলাদেশের

এরপর ৩ পাতায়

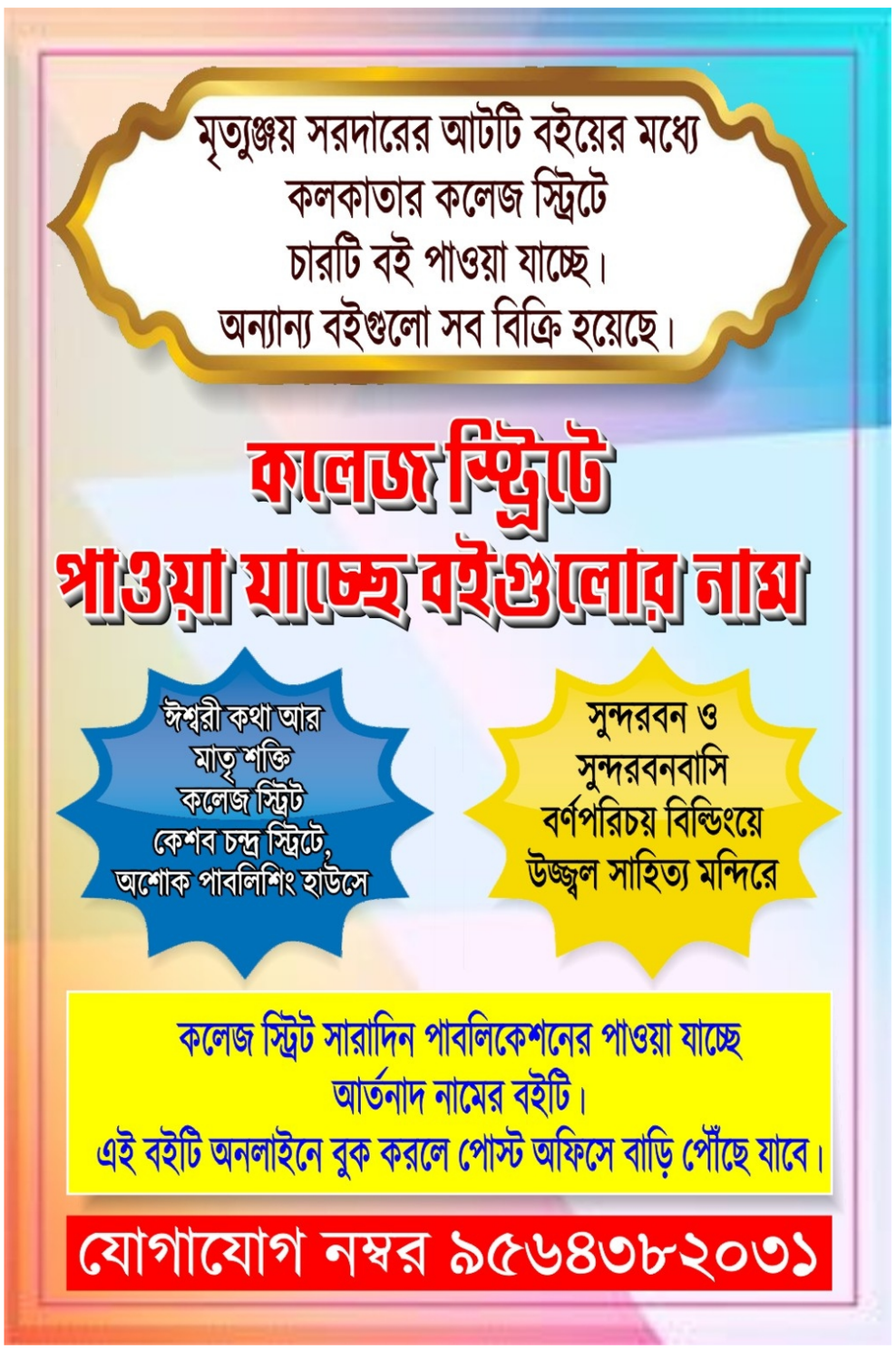

ফাঁসির সাজা দিয়েছে আদালত! 'আর কতদিন করের টাকায় জেলে বসিয়ে রাখা হবে?' কেঁদে ফেললেন নির্যাতিতার মা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

মাটিগাড়ায় স্কুল ছাত্রী নাবালিকা পড়ুয়াকে ধর্ষণ-খুনের ঘটনাকে অত্যন্ত বর্বোরোচিত আখ্যা দিয়েছিলেন বিচারক। অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসির সাজাও শুনিয়েছে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত। কিন্তু রায় ঘোষণা হলেও সে সাজা এখনও অধরাই। রোজ চোখের জল ফেলে অপেক্ষার প্রহর গুনছেন নির্যাতিতার মা।

জেলা তৃণমূলের সম্পাদক পেশায় আইনজীবি অত্রি শর্মা বলেন, "মাটিগাড়া মামলায় ফাঁসির সাজা হলেও তা কর্যকর হবে কিনা তা নিশ্চিত করতে রায় পাঠানো হয় হাইকোর্টে। এ ক্ষেত্রেও তা হয়েছে। হাইকোর্ট সব দেখে রায় কার্যকর করতে বা রায় বাতিল করতে পারে। তাছাড়া অভিযুক্তের উচ্চ আদালতে যাওয়ার রাস্তা খোলা থাকবে। সবশেষে অভিযুক্ত রাষ্ট্রপতির কাছেও যেতে পারেন। দীর্ঘ এই আইনি প্রক্রিয়া

সম্পন্ন হওয়ার আগে রায় সামনে রেখে কারও প্রাণ কেড়ে নেওয়া যাবে কীভাবে?" অন্যদিকে বিজেপির দাবি, আমরাও পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করছি। অভিযুক্তের ফাঁসি কবে হবে সেটা প্রশাসন বলতে পারবে।২০২৩ সালের ২১ অগস্ট মাটিগাড়ায় নাবালিকা স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় মহম্মদ আব্বাস নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। এক বছর ১৭ দিনের মাথায় ২০২৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর রায় ঘোষণা করে আদালত। কিন্তু, এখনও কার্যকর হয়নি ফাঁসির সাজা। এদিন মাটিগাড়ায় নির্যাতিতার মা কাঁদতে কাঁদতে বলেন, মাথায় জটা রেখেছিলাম। আজও কাটিনি। কারণ আমার মনের আগুন এখনও জ্বলছে। আমরা অভিযুক্তের ফাঁসি চাই। কিন্তু সাজা কার্যকর কবে হবে? কেন করের টাকায় জেলে বসিয়ে রাখা হবে বছরের পর বছর? ওই সময়ে নানা প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলাম। কিন্তু, এখন আর রাজনৈতিক নেতারা খোঁজ রাখে না আমাদের। রোজ অপেক্ষার প্রহর গুনছি আমরা।

হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে বাংলাদেশিদের জন্য দরজা বন্ধ বারাসতের হোটেলে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বারাসত: গত কয়েকমাস ধরে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ধারাবাহিক ঘটনায় গোটা বিশ্বের সমালোচনার কেন্দ্রে এখন বাংলাদেশ। বিশেষ করে হিন্দুদের উপর অত্যাচার মাত্রাছাড়া হয়ে চলেছে ইউনুস সরকারের আমলে। অবাধে ভাঙচুর চলছে মন্দির, উপাসনালয়ে। শুক্রবারও নেত্রকোনার এক মন্দিরে হামলার খবর মিলেছে ।বারাসতের এক গেস্ট হাউসের ম্যানেজার সমরজিৎ কর জানান, "আগে দেশ, দেশের সম্মান, পরে ব্যবসা। তাতে যত ক্ষতি হয় হোক। আমরা একমাস ধরেই বাংলাদেশিদের আর হোটেলে থাকতে দিচ্ছি না। চিকিৎসার জন্য এখানে আসতেন অনেকে। কিন্তু আমরা তাঁদের এখন আর আশ্রয় দিচ্ছি না। পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আবার আমরা পরিষেবা চালু করব।" স্থানীয় বাসিন্দা পার্থবাবুর কথায়, "বাংলাদেশে জেহাদের বীজ ছড়াচ্ছে শত্রুরা। তাই হোটেলগুলিকে বলেছি, তাঁদের কোনও জায়গা দেবেন না। ভারতের সুনাগরিক হিসেবে আমরা এটা বলছি। আমাদের প্রতিবাদ এটাই।" এর আগে ত্রিপুরা এবং মালদহেও হোটেল কর্তৃপক্ষ সম্মিলিত ভাবে বাংলাদেশিদের জন্য 'নো এন্টি' জারি করেছিল। এবার সেই তালিকায় যোগ হল বারাসত।

এরপর ৩ পাতায়

যক্ষ্মা প্রতিরোধে ৭ ডিসেম্বর, ৩৩টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৩৪৭টি জেলায় ১০০ দিনের নিবিড় প্রচারাভিযানের সুচনা করবেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রী জেপি নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ০৫ ডিসেম্বর, ২০২৪

ভারতকে সম্পূর্ণভাবে যক্ষ্মামুক্ত করতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারদের সঙ্গে যৌথভাবে ১০০ দিনের নিবিড় প্রচারাভিযান শুরু করছে। হরিয়ানার পঞ্চকুল্লায় ৭ ডিসেম্বর, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রী জেপি নাড্ডা এর সূচনা করবেন। অনুষ্ঠানমঞ্চে থাকবেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নবাব সিং সাইনি প্রমুখ।

স্বাস্থ্যমন্ত্রকের জাতীয় যক্ষ্মা নির্মূলীকরণ কর্মসূচির আওতায় এই প্রচারাভিযানে রোগীদের সনাক্তকরণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার বিষয়টি অগ্রাধিকার পাবে। যক্ষ্মায় মৃত্যুর ঘটনা রুখতে এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১০০ দিনের এই কর্মসূচিতে ৩৩টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৩৪৭টি জেলায় রোগীদের উপযুক্ত চিকিৎসায় জোর দেওয়া হবে। যক্ষ্মা নির্মূলীকরণের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করাও এখানে অন্যতম লক্ষ্য। ২০১৮-য় দিল্লিতে যক্ষ্মা নির্মূলীকরণ সম্মেলনে টিবি-মুক্ত ভারত গড়ে তোলার ডাক দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার পর থেকে এই রোগের প্রতিরোধে কাজ চলছে দ্রুত গতিতে। গৃহীত হয়েছে নি-ক্ষয় পোষণ যোজনার মতো কর্মসূচি।

কর্মসূচিটির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হলো দ্রুত রোগ সনাক্তকরণ, যেসব জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি তাদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া এবং পুষ্টিগত সহায়তা। এই কাজে সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরগুলি বিশেষ ভূমিকা নেবে।

'২০২৬-এ আমরাই ক্ষমতায় ফিরব', ভোটের দেড় বছর আগেই ঘোষণা মমতার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বিরোধী আর সংবাদমাধ্যমের একাংশের যৌথ অপপ্রচারকে পরাস্ত করে সদ্য সমাপ্ত রাজ্যের ৬ বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনেই জয়ী হয়েছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। আর ওই জয় অনেকটাই আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে তৃণমূল সুপ্রিমো তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়কে। শুক্রবার (৬ ডিসেম্বর) বাংলা সম্প্রচারমাধ্যম 'নিউজ-১৮ বাংলা'কে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে বিধানসভা ভোটের দেড় বছর আগেই আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, '২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটে ফের তৃণমূল কংগ্রেসই ক্ষমতায় ফিরবে।' কীভাবে ভোটের দেড় বছর আগে এতটা

এরপর ৪ পাতায়

ডঃ বাবাসাহেব আম্বেডকরকে তাঁর মহাপরিনির্বাণ দিবস উপলক্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ০৬ ডিসেম্বর, ২০২৪

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ডঃ বাবাসাহেব আম্বেডকরকে তাঁর মহাপরিনির্বাণ দিবস উপলক্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, সমতা ও মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ডঃ আম্বেডকরের নিরলস লড়াই প্রজন্মের পর প্রজন্মকে প্রেরণা যোগাবে। এক্স পোস্টে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন:

"মহাপরিনির্বাণ দিবসে আমাদের সংবিধানের স্থপতি এবং সামাজিক ন্যায়ের আলোকবর্তিকা ডঃ বাবাসাহেব আম্বেডকরকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই। সমতা ও মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ডঃ আম্বেডকরের নিরলস

এরপর ৩ পাতায়

ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখা ১১৫ কোটির সম্পত্তি বাংলাদেশ ইসকনকে দান করে পলাতক ব্যবসায়ী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ঢাকা: বিতর্কিত কাজকর্মের অভিযোগে ইতিমধ্যেই কাঠগড়ায় উঠেছে ইসকন বাংলাদেশ শাখা। এবার নতুন বিতর্কে জড়াল হিন্দু ধর্মীয় সংগঠনটি। ব্যাঙ্ক থেকে ১১৫ কোটি টাকা ঋণ নেওয়া সম্পত্তি দান হিসাবে গ্রহণ করে চরম সমস্যায় পড়েছেন ইসকন কর্তারা। ইতিমধ্যেই ওই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে ইসকনের পদাধিকারীদের বিরুদ্ধে মামলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ।শেখ হাসিনা জমানার পতনের পরে হিন্দু নির্যাতন নিয়ে সরব হওয়ায় ইতিমধ্যেই ইসকনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বাংলাদেশের বিভিন্ন মুসলিম মৌলবাদী ও জঙ্গি সংগঠন। ইসকনকে ভারতের বৈদেশিক গুপ্তচর সংস্থা 'র'-এর এজেন্ট আখ্যা দিয়ে সমাজমাধ্যমে চলছে প্রচার। হিন্দু ধর্মীয় সংগঠনটিকে নিষিদ্ধেরও দাবি জানানো হয়েছে। তার মধ্যেই ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখা জমি দান হিসাবে গ্রহণ করে নতুন করে বিতর্কে জড়িয়েছেন ইসকন বাংলাদেশের কর্তারা।যদিও এ বিষয়ে মুখ খুলতে চাননি ইসকন বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক চারুচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী।

বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) এক আধিকারিক জানিয়েছেন নওগাঁর জেএন ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড এবং শুভ ফিড প্রসেসিংয়ের জমি বন্ধক রেখে বেসরকারি সাউথইস্ট ব্যাঙ্কের

এরপর ৩ পাতায়

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ায় শ্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশকে অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ০৫ ডিসেম্বর, ২০২৪

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ায় শ্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। দুই উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রী একনাথ শিন্ডে এবং শ্রী অজিত পাওয়ারকেও অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি। শ্রী মোদী মহারাষ্ট্রের উন্নয়নে কেন্দ্রের দিক থেকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। এক্স পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন:

"মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ায় শ্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশজি-কে অভিনন্দন। রাজ্যের উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ায় শ্রী একনাথ শিন্ডেজি এবং শ্রী অজিত পাওয়ারজিকেও অভিনন্দন।

এরপর ৩ পাতায়

এবার কালো টাকা পৌঁছে গেল পার্লামেন্টে, তদন্তের নির্দেশ

সুমন পাত্র, নতুন দিল্লি :

২০১৪ সালের লোকসভা ভোটের আগে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির প্রতিশ্রুতি ছিল কালো টাকা উদ্ধার। এবার সেই কালো টাকার হাজার হাজার নোটের বান্ডিল পাওয়া গেল ভারতবর্ষের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা খোদ পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভার ভিতর।

আর রাজ্যসভায় ৫০০ টাকার নোটের বান্ডিল উদ্ধার হওয়া নিয়ে ধুন্ধুমার বেঁধে গেল গোটা রাজ্যসভা জুড়ে। সেই ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান তথা উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। তিনি জানিয়েছেন, অভিষেক মনু সিংঘভি যেখানে বসেন, সেখানে থেকে নোটের বান্ডিল উদ্ধার করা হয়েছে। আর তা নিয়ে হইচই শুরু করে দেন বিজেপি সাংসদরা। তাঁরা দাবি করেন, যে ঘটনা ঘটেছে, তা অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। আর তাতে সংসদের উচ্চকক্ষ মর্যাদাহানি হয়েছে। যদিও কংগ্রেসের সাংসদ দাবি করেছেন যে তিনি মাত্র একটি ৫০০ টাকার নোট নিয়ে রাজ্যসভায় যান। ফলে নোটের বান্ডিল কোথা থেকে এসেছে, তা নিয়ে তাঁর কোনও ধারণা নেই বলে বুঝিয়ে দিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ।

আর পুরো বিষয়টি নিয়ে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় শুক্রবার সকালে। শীতকালীন অধিবেশনের মধ্যেই ধনখড় জানান, বৃহস্পতিবার রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যাওয়ার পরে সংসদের উচ্চকক্ষে রুটিন পরীক্ষা চালানো হচ্ছিল। সেইসময় ২২২ নম্বর আসন থেকে নোটের বান্ডিল উদ্ধার করেছেন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা। যে আসনটি আপাতত তেলাঙ্গানা থেকে নির্বাচিত সদস্য সিংঘভিকে বরাদ্দ করা আছে। বিষয়টি তাঁর নজরে আসার পরই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন ধনখড়।

রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের সেই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, 'যতক্ষণ না তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ হচ্ছে এবং ওই ঘটনার সত্যতা নির্ধারিত হচ্ছে, ততক্ষণ কোনও সদস্যের নাম করা উচিত নয়।' যদিও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী তথা বিজেপি সাংসদ কিরেণ রিজিজু দাবি করেন, প্রোটোকল মেনেই যাবতীয় কাজ করেছেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান। তিনি কোনওরকম ভুল করেননি।

ধনখড়ের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নড্ডা। তিনি বলেছেন,এটা অত্যন্ত গুরুতর ঘটনা। যা রাজ্যসভার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে। স্যার, আপনার সিদ্ধান্তের প্রতি পূর্ণ আস্থা আছে। পূর্ণাঙ্গ তদন্তের প্রয়োজন আছে।

১-ম পাতার পর

ফাঁসির সাজা জয়নগরে নাবালিকা ধর্ষণ-খুনের মামলায়

পরিবারের লোকজন। স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়িতে যাওয়া হয় প্রথমে। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগও ওঠে। এর পর গভীর রাতে বাড়ির কাছের জলাজমি থেকে মেলে মেয়েটির দেহ। ওই রাতেই গ্রেফতার হয় মোস্তাকিন। পরের দিন সকালে পুলিশ, স্থানীয় নেতারা এলাকায় গেলে, তাঁদের উপর হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে। হামলা চলে স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়িতেও। ঘটনার পরে প্রাথমিক ভাবে খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছিল পুলিশ। পরে আদালতের নির্দেশে পকসো ধারা যুক্ত করা হয়। ঘটনার দ্রুত তদন্ত করে শাস্তির আশ্বাস দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পরেই ঘটনার তদন্তে সিট গঠন করা হয়। ঘটনার ২৬ দিন পর, গত ৩০ অক্টোবর চার্জশিট পেশ করে তদন্তকারী দল। ৫ নভেম্বর থেকে শুরু হয় সাক্ষ্যগ্রহণ। মোট ৩৬ জনের সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছিল ওই মামলায়।শুক্রবার সকালে বছর উনিশের মোস্তাকিনের সাজার মেয়াদ নিয়ে শুনানি ছিল। সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে লকআপ থেকে আদালত কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল অপরাধীকে। দুপুর ১২টা ১৫ মিনিটে শুরু হয় শুনানি। দু'পক্ষের আইনজীবী এবং দোষীর বক্তব্য শোনার পর রায়দান স্থগিত রেখেছিলেন বিচারক। এর পর বিকেলে রায় ঘোষণা করেন তিনি।সকালে শুনানি শুরু হতেই বিচারক মুস্তাকিনের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, সাজার ব্যাপারে তাঁর কিছু বলার আছে কি না? জবাবে মুস্তাকিন জানান, তিনি নাবালিকাকে ধর্ষণ-খুন করেননি। তিনি বলেন, "আমি এ কাজ করিনি। বাবা, মায়ের এক মায়ের সন্তান। বাবা অসুস্থ। আমি ছাড়া ওঁদের দেখার কেউ নেই।যদি পারেন, আমাকে মাফ করবেন। অভাবের কারণে আমি কাজ করতাম। বাবা, মাকে দেখার কেউ নেই।" মুস্তাকিনের আইনজীবীও বিচারকের উদ্দেশে বলেন, "বাবা অসুস্থ হওয়ার পর পড়াশোনা ছেড়ে কাজ শুরু করেছিল মুস্তাকিন। সেই সময় সে নাবালক। ওর বিরুদ্ধে আগে কোনও মামলা নেই। ও জড়িতও নয়। পরিবারের কথা বিবেচনা করবেন । ওর বয়স বিবেচনা করে ওকে শুধরে নেওয়ার সুযোগ দিন।"

১-ম পাতার পর

বাংলাদেশিদের সঙ্গে কি এমন করলেন শুভেন্দু?

ইউনুস সরকারকে কড়া বার্তা দিয়েছেন শুভেন্দু।ভারতের ওপর বাংলাদেশের নির্ভরশীলতার একের পর এক উদাহরণ তুলে ধরে শুভেন্দু বলেন, 'বাংলাদেশ থেকে বাণিজ্য হয় মাত্র ১১.২৫ বিলিয়ন। দশেরও পরে আপনারা। আপনাদের ওপর আমাদের অর্থনীতি নির্ভরশীল নয়। আর আমরা কটন পাঠাই, ফুড ইন্ডাস্ট্রি, শাক সবজি, আলু, ডিম, পেঁয়াজ সব মিলিয়ে আমাদের ৯৭টা জিনিসের ওপর আপনাদের নির্ভর করতে হয়। নৌকো, লঞ্চের যন্ত্রও ভারত পাঠায়।'

এখানেই শেষ নয়। এরপরেই বাংলাদেশকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বিজেপি নেতার বিস্ফোরক দাবি বলেন, 'একদিনে পেট্রোপোল বন্ধ করেই ৪০ গাড়ি পেঁয়াজ পচেছে। এক দিনেই হালুয়া টাইট করে দিয়েছি। এক্সপোর্টার, ইমপোর্টাররা সবাই হিন্দু। ওরা বলছে, দাদা সাতটা আটকে দিতে পারলে না, এদের কী অবস্থা কী হবে দেখবে!'

২ পাতার পর

ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখা ১১৫ কোটির সম্পত্তি বাংলাদেশ ইসকনকে দান করে পলাতক ব্যবসায়ী

নওগাঁ শাখা থেকে ১১৫ কোটি ঋণ নিয়েছিলেন ব্যবসায়ী গোপাল আগরওয়াল ও তাঁর স্ত্রী দীপা আগরওয়াল। ওই ঋণ শোধ না করে ২০১৯ সালে দু'জনে পালিয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে যান। ওই অনাদায়ী ঋণ সুদে-আসলে ৫০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে। বেসরকারি ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক রাখা জমি বাংলাদেশ ইসকনকে উইল করে দান করেন দুই পলাতক ব্যবসায়ী। বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক হুসনে আরা শিখা এ বিষয়ে বলেন, 'ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখা সম্পত্তি উইল করে দেওয়ার কোনও সুযোগ নেই। এটি সরাসরি আইনের লঙ্ঘন। এর সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের শাস্তি পেতে হবে।'

২ পাতার পর

হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে বাংলাদেশিদের জন্য দরজা বন্ধ বারাসতের হোটেলে

আর ওদিকে অত্যাচার যত বাড়ছে, এপারে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে আসার প্রবণতা বাড়ছে বাংলাদেশিদের মধ্যে। কিন্তু হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদ জানিয়ে এবার বারাসতের হোটেলগুলি প্রতিবেশীদের জন্য দরজা বন্ধ করল। মালিকরা বললেন, "আগে দেশের সম্মান, পরে ব্যবসা।"

সীমান্ত লাগোয়া বনগাঁ, বসিরহাট পেরলেই বারাসত। চিকিৎসার জন্য সারা বছর ধরেই এখানে বাংলাদেশিদের যাতায়াত লেগে থাকে। এতদিন বারাসত স্টেশন লাগোয়া হোটেলগুলিই ছিল তাঁদের আশ্রয়স্থল। কয়েকদিনের জন্য এসব হোটেল বেছে নিতেন বাংলাদেশিরা। কিন্তু গত একমাস ধরে প্রতিবেশী দেশে পরিস্থিতি বদলেছে। লাগামছাড়া হিন্দু নির্যাতন শুরু হয়েছে বাংলাদেশে। এই পরিস্থিতিতে প্রতিবাদ স্বরূপ বাংলাদেশিদের জন্য বারাসতের হোটেলগুলি দরজা বন্ধ করছে। শুক্রবার এনিয়ে নিজেদের সিদ্ধান্ত জানাল হোটেল কর্তৃপক্ষ। এদিন সকালে বারাসতের বিভিন্ন গেস্ট হাউসগুলিতে বাংলাদেশিদের থাকতে না দেওয়ার আবেদন জানালেন সাধারণ মানুষজনই। এদিন বারাসাতের বেশ কয়েকটি বড় গেস্ট হাউসে গিয়ে তাঁরা কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি করেন, যাঁরা বাংলাদেশে হিন্দু ভাইবোনদের উপর অত্যাচার করছে, তাঁরা যদি কেউ ওদেশ থেকে এদেশে এসে থাকতে চান, তাঁদের কোনও গেস্ট হাউস ভাড়া দেবেন না।

২ পাতার পর

ডঃ বাবাসাহেব আম্বেডকরকে তাঁর মহাপরিনির্বাণ দিবস উপলক্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রধানমন্ত্রীর

লড়াই প্রজন্মের পর প্রজন্মকে প্রেরণা যোগাবে। আজ যেহেতু আমরা তাঁর অবদানকে স্মরণ করছি, তাই তাঁর ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে আমাদের অঙ্গীকার পুনরায় দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করা উচিৎ। সেইসঙ্গে, চলতি বছরের গোড়ার দিকে মুম্বইয়ের চৈত্য ভূমিতে আমার সফরের একটি ছবিও ভাগ করে নিচ্ছি।

জয় ভীম।"

২ পাতার পর

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ায় শ্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশকে অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর

এই দলটি অভিজ্ঞতা ও গতিশীলতার সংমিশ্রণ এবং এই দলটির সম্মিলিত প্রয়াসের ফলে মহারাষ্ট্রের মানুষ ঐতিহাসিক রায় দিয়েছেন। রাজ্যের মানুষের আশা-আকাঙ্খা পূরণ এবং সুশাসন সুনিশ্চিত করতে এই দলটি সম্ভাব্য সব ধরনের প্রয়াস চালাবে। আমি আশ্বস্ত করছি যে, মহারাষ্ট্রের আরও উন্নয়নে কেন্দ্রের দিক থেকে সম্ভাব্য সবরকম সহায়তা মিলবে।"

সারা ভারত পোস্টার তৈরি প্রতিযোগিতা: 'ভারতের উদযাপন' দেশের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরবে স্কুল পড়ুয়ারা

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন

ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্রাস্ট ফর আর্ট অ্যান্ড কালচারাল হেরিটেজ (আইএনটিএসিএইচ) সারা দেশ জুড়ে 'ভারতের উদযাপন' শীর্ষক পোস্টার তৈরির প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে। এতে অংশ নিচ্ছে সপ্তম থেকে নবম শ্রেণীর স্কুল পড়ুয়ারা। ৯০টি শহর এবং বিভিন্ন জেলায় আইএনটিএসিএইচ-এর ১০০টি শাখা এই আয়োজনে যুক্ত। কর্মসূচি শেষ হবে ২০২৫-এর মার্চে। এর লক্ষ্য হলো নতুন প্রজন্মকে দেশের সাংস্কৃতিক সম্পদ সম্পর্কে আরও সচেতন করে তোলা। নতুন দিল্লিতে প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়েছে ৬ ডিসেম্বর। যোগ দিচ্ছে ৫০টি বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। জাতীয় স্তরে পুরস্কার বিজেতাদের আগামী বছর জুলাইয়ে দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে সম্বর্ধিত করা হবে।

বাংলাদেশ ইস্যুতে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে যত সমীকরণ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে আরজি কর আন্দোলন এখন অনেকটাই অতীত। তবে সম্প্রতি হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে গ্রেপ্তার ও সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার অভিযোগকে 'পুঁজি' করে বিজেপিসহ হিন্দুত্ববাদী কয়েকটি দল নতুন করে রাজনীতি শুরু করেছে। শুধু তাই নয় তারা রীতিমতো রাস্তায় নেমে আন্দোলন করতে চাইছে। তবে বিরোধী দলগুলোর এমন হিসাব-নিকাশ আঁচ করতে পেরে রাজ্যটির শাসকদল তৃণমূলও অবস্থান নিয়েছে। যদিও সেটি খানিক 'এলোমেলো' বলে দলেরই অনেকে মনে করছেন। বৃহস্পতিবার (৫ ডিসেম্বর) ভারতের আনন্দবাজারের এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

এতে বলা হয়, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একদিকে যেমন বলেছেন, তিনি বাংলাদেশের বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থানই মেনে নেবেন, তেমনই আবার বিধানসভায় দাবি তুলেছেন বাংলাদেশে জাতিসংঘের শান্তিবাহিনী পাঠানোর। অর্থাৎ এপারের সংখ্যালঘু ভোটের সঙ্গে তার হিসাবে ওপারের সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্কও যে নেই তা নয়। আবার তিনি বারংবার বলছেন, 'আমরা সবাইকেই ভালোবাসি।'

প্রত্যাশিতভাবেই বাংলাদেশকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের মতো করে লাভের হিসাবনিকাশ কষতে শুরু করে দিয়েছে। বিশেষত, বিরোধী পরিসরে থাকা রাজনৈতিক দলগুলোর রাস্তায় নামা এবং আন্দোলনে থাকার 'তাগিদ' চোখে পড়ছে। অনেকের মতে, তাতে 'অক্সিজেন' দিচ্ছে বাংলাদেশের ঘটনা নিয়ে ভারতের সংবাদমাধ্যমের একাংশের ভূমিকাও। তাতে যেমন স্বাভাবিক নিয়মে বিজেপি রয়েছে, তেমনই রয়েছে সিপিএম-কংগ্রেসও। আনুষ্ঠানিকভাবে অঙ্কের কথা না মানলেও একান্ত আলোচনায় প্রত্যেক শিবিরের নেতারা তাদের 'ফরমুলা'র কথা গোপন করছেন না।

বিজেপির সমীকরণ: সংবাদমাধ্যমটির ওই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ২০১৯ সালের লোকসভা, ২০২১ সালের বিধানসভা কিংবা ছয় মাস আগে হয়ে যাওয়া আরও একটি লোকসভা ভোটে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির রাজনীতির মূল অস্ত্রই ছিল 'মেরুকরণ'। তার সঙ্গে জুড়ে ছিল দুর্নীতি এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে শাসকদল তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ। কিন্তু ২০১৯ সালে হঠাৎ পাওয়া সাফল্য পরবর্তীকালে আর ধরে রাখতে পারেনি তারা। সেই বিজেপি বাংলাদেশেওহিন্দুদের ওপর অত্যাচার নিয়ে সরব। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তো বটেই, সহায়ক হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর নেতৃত্বও ধারাবাহিক কর্মসূচি নিচ্ছেন। সমান্তরালভাবে চলছে সমাজিক মাধ্যমের প্রচার। এদিকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপি মুখপাত্র রাজর্ষি লাহিড়ী অবশ্য বলছেন, আমরা কোনো লাভ-ক্ষতি দেখে রাস্তায় নেই। বাঙালি হিন্দুদের বিপন্ন অবস্থা আমাদের উদ্বিগ্ন করছে। তিনি বলছেন, ৫০০ বছর আগে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে যা হয়েছিল, ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণের সঙ্গেও তা-ই হয়েছে।

যদিও বিজেপির অনেক নেতা একান্ত আলোচনায় মানছেন, বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের নিয়ে এপার বাংলায় আবেগ রয়েছে। কলোনি এলাকার বহু মানুষ এই পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পারবেন। ফলে সংঘবদ্ধ করার প্রশ্নে কর্মসূচি করতে হচ্ছে। এ কথা ঠিক যে, গত কয়েকটি ভোটে বিজেপি যেমন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে 'হিন্দু-মুসলমান' বা '৭০ শতাংশ-৩০ শতাংশ'-এর কথা বলেছে, তেমন তৃণমূলও 'বাঙালি অস্মিতা'কে জাগিয়ে বিজেপিকে 'বহিরাগত' প্রমাণ করার রাজনৈতিক আখ্যান তুলে ধরেছিল। বিজেপির অনেকে মনে করছেন, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের 'বিপন্নতা' নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আন্দোলন জারি রাখতে পারলে তৃণমূলের বাংলা ও বাঙালির রাজনীতিকে 'ধাক্কা' দেওয়া যাবে। তবে সে জন্য সাংগঠনিক জোর কতটা রয়েছে, তা নিয়েও সংশয়ের কথা গোপন করছেন না পদ্মশিবিরের প্রথম সারির নেতারা। কারণ আন্দোলন আর ভোটবাক্সে তার প্রতিফলন যে ঐকিক নিয়মে হয় না, তা বিজেপি নেতাদের অজানা নয়। আরজি কর আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে বিজেপি বাংলাদেশের সংকটকে পুঁজি করতে চাইছে উল্লেখ করে ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, আরজি কর আন্দোলনে যে নাগরিক ক্ষোভ আছড়ে পড়েছিল রাজপথে, শহরাঞ্চলে যার প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি, সদ্যসমাপ্ত উপনির্বাচনে তা কোনো ছাপ ফেলেনি। যদিও অনেকের মতে, বিজেপি যে 'পাঠ্যক্রম' মেনে রাজনীতি করে, তাতে আরজি কর আন্দোলন তাদের জন্য 'উর্বর' জমি ছিল না। তা মাসখানেকের মধ্যে প্রমাণিতও হয়েছিল। বিজেপিও আস্তে আস্তে রাস্তা ছাড়তে শুরু করেছিল। কিন্তু বাংলাদেশের বিষয়ে 'উপযোগী উপাদান' রয়েছে বলে মনে করছেন পদ্মশিবিরের নেতৃত্বের বড় অংশ।

বাম-কংগ্রেস সমীকরণ: পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় বাম-কংগ্রেস শূন্য। ভোট শতাংশেরও তারা প্রান্তিক শক্তিতে পরিণত। সেই দুই শক্তিও অঙ্ক কষেই বাংলাদেশ নিয়ে রাস্তায় নামছে। সিপিএম সরাসরি বলছে না যে, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ হচ্ছে। তারা সচেতনভাবে বলছে, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা 'নির্যাতিত'। একইসঙ্গে ভারত ও ফিলিস্তিনকেও জুড়ে দিচ্ছে। যার অর্থ আন্তর্জাতিকতাবাদকে প্রতিষ্ঠা দেয়া। তবে সিপিএম নেতারা মনে মনে যে অঙ্ক কষছেন, তা হল হিন্দু ভোট। বিশেষত কলোনি এলাকার হিন্দু ভোট। যা একটা সময়ে ছিল সিপিএমের 'শক্ত ঘাঁটি'। কিন্তু বিজেপির আগ্রাসী রাজনীতির সামনে সেই ঘাঁটি কার্যত তছনছ হয়ে গেছে। বামের ভোট ধাপে ধাপে চলে গেছে রামের বাক্সে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে রাস্তায় নেমে সেই ক্ষতেই প্রলেপ দিতে চাইছে বামেরা। ৬ ডিসেম্বর প্রতি বছর 'সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দিবস' পালন করে বামেরা। ১৯৯২ সালের ওই দিনেই বাবরি মসজিদ গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। এবার ৬ ডিসেম্বর কলকাতায় সিপিএম যে মিছিল করতে চলেছে, তার বিষয় 'বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদ'।

একটা সময়ে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম ভোটের সিংহভাগ ছিল বামেদের দখলে। ২০০৯ থেকে সেই ভোট ঢলে পড়েছিল মমতার দিকে। ক্রমে সেই ভোটই এখন তৃণমূলের পুঁজিতে পরিণত। আর হিন্দু ভোট টেনে নিয়েছে বিজেপি। যার ফলস্বরূপ জামানত রক্ষা করাই দুষ্কর হয়ে যাচ্ছে বাম-কংগ্রেসের। মুসলিম ভোট ভাঙার ক্ষেত্রে

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ৩২৯ সংখ্যা ০৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ শনিবার ২১ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

অনুদানে মিলল সোনার বিস্কুট, ২৩ কোটি নগদ

ভারতের একাধিক মন্দিরে রয়েছে দানপাত্র। ভক্তরা নিজেদের সার্মথ্য মতো ভগবানকে দান করেন। টাকার সঙ্গে সোনার গয়না, রুপোও দেন অনেকে। কিন্তু রাজস্থানের সানওয়ালি শেঠ মন্দিরে দানপত্র খোলার পর যা কাণ্ড ঘটলো তাতে চক্ষু চড়কগাছ কর্তৃপক্ষের!এবার সেই মন্দিরের ট্রেজারি খুলে চার দফায় গণনার পর কোটি কোটি নগদ পাওয়া গিয়েছে। উপহার হিসাবে সোনার বিস্কুটের সঙ্গে ছিল রুপোর তালা, চাবি ও বাঁশিও। তবে শুধু ট্রেজারি বাক্স নয় অনলাইন ও উপহার কক্ষেও অনুদান জমা হয়েছে। এখনও টাকা গোনার কাজ চলছে। ৬ থেকে ৭টি পর্যায়ের পর অনুদান গোনার কাজ শেষ হবে বলে অনুমান কর্তৃপক্ষের।

বিষ্ণুভক্তদের কাছে এই মন্দির প্রবলভাবে জনপ্রিয়। তাঁরা মনে করেন নারায়ণ তাঁদের খালি হাতে ফেরান না। স্থানীয়দের মতে হিন্দু কবি মীরাবাই এই মন্দিরে প্রার্থনা করতেন।আসলে প্রতি অমাবস্যায় খোলা হয় মন্দিরের অনুদান বাক্স। তবে বিশেষ কারণে মাঝের দুমাস অনুদান গোনার কাজ বন্ধ ছিল। শেষ অমাবস্যায় ট্রেজারি খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ কর্তৃপক্ষের। মন্দিরে জমা পড়েছে ২৩ কোটি টাকা নগদ। শুধু তাই নয়, রয়েছে ১ কেজি ওজনের সোনার বিস্কুট, রুপোর বন্দুক ও হাতকরা। মন্দিরের ইতিহাসে কোনওদিন এত টাকা জমা পড়েনি বলে জানাচ্ছে কর্তৃপক্ষ।

রাজস্থানের চিতোরগড়-উদয়পুর হাইওয়ের ধারে চিতোরগড় শহর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই মন্দির। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৮৪০ সালে ভোলারাম গুরজার নামে এক দুধ বিক্রেতা স্বপ্নে দেখেন গ্রামের তিনটি জায়গায় শ্রীকৃষ্ণের তিনটি ভিন্ন রূপের মূর্তি মাটির তলায় রয়েছে। স্বপ্নে দেখা জায়গাগুলোতে খনন কার্য চালানো হয়। পাওয়া যায় তিনটি মূর্তি। তা মন্ডপিয়া, ভাদসোদা ও চাপড় গ্রামে প্রতিষ্ঠা করা হয়। মন্ডপিয়া মন্দিরটি এখন শ্রী সানওয়ালিয়া ধাম নামে পরিচিত। তিনটি মন্দিরের মধ্যে ভক্তদের কাছে এটি বেশি পরিচিত।

২ পাতার পর

'২০২৬-এ আমরাই ক্ষমতায় ফিরব', ভোটের দেড় বছর আগেই ঘোষণা মমতার

আত্মবিশ্বাসী তিনি, তা জানতে চাওয়া হলে খানিকটা সহাস্যে তৃণমূল সুপ্রিমো জবাব দেন, 'মানুষের প্রতি আমাদের আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে।এদিনের সাক্ষাৎকারে প্রাণ খুলেই কথা বলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঞ্চালক থেকে শুরু করে শ্রোতা-দর্শক আসনে উপস্থিত অতিথিদের প্রশ্ন বাউন্সার সাবলীল দক্ষতায় সামলে ছক্কা হাঁকিয়েছেন। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পরেই বাংলাদেশে হিন্দুদের উপরে শুরু হয়েছে বল্গাহীন সন্ত্রাস। ওই সন্ত্রাসের নিন্দা করে নিপীড়িত হিন্দুদের রক্ষায় শান্তিবাহিনী পাঠানোর কথা বলেছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। আর তাতেই ঠকঠকিয়ে কাঁপতে শুরু করেছে বাংলাদেশের মোল্লা ইউনূসের সরকার। এমনকি বাংলাদেশের মৌলবাদী ও জঙ্গি উপদেষ্টারা তাঁকে হুমকিও দিয়েছেন। তবে সেই হুমকিতে দমবার মতো পাত্রী যে তিনি নন, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন ফের রাখঢাক না রেখে জানিয়ে দিয়েছেন, 'বাংলাদেশের অত্যাচারিতদের পাশেই রয়েছেন তিনি। অত্যাচারিতদের বাঁচাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উচিত ছিল, রাষ্ট্রপুঞ্জকে বলে শান্তিবাহিনী পাঠানো।মানুষ কাজটা দেখে। গত ১৩ বছরে আমরা মানুষের জন্য কাজ করেছি। তাই আমি বিশ্বাস করি আমরাই ক্ষমতায় আসব।'

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

বিশেষ দ্রষ্টব্য:- অবশ্যই তিন বার পাঠ করতে হবে

শ্রী শ্রী লক্ষ্মীর পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র

নমস্তে সর্বদেবানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে।

যা গতিস্তং প্রপন্নানাং সা মে ভূয়াত্বদর্চবাৎ।।

শ্রী শ্রী লক্ষ্মীর প্রণাম মন্ত্র

ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।

সর্বতঃ পাহি মাং দেবী মহালক্ষ্মী..

লক্ষ্মীর চারটি হাত। ধর্ম, কর্ম, অর্থ ও মোক্ষ-- হিন্দুশাস্ত্রে এই চার হাতের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করাহয়েছে এভাবেই। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(চতুদশ পর্ব)

আগেই, ত্রয়োদশ/চতুর্দশ শতকে বৃহদ্ধর্মপুরাণে কালীর বর্ণনা প্রায় একই রকম, কাজেই এই কালীকল্পনা কোনওমতেই আগমবাগীশ সৃষ্ট নয়। বৃহদ্ধর্মপুরাণ এরকম বর্ণনাঃ "তিনি স্বাস্থ্যবতী, শ্যামবর্ণা, দিগম্বরী, মুক্তকেশী। শবরূপ মহাদেবের উপরে আসীন। তাঁর জিভ মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে। দুই বাম হাতে অসি ও মানুষের মাথা, সংহারকালের মত সংহারী মূর্তিতেও কোটির পাপ বিনাশ করছেন। আবার তাঁর দেহে নানা অলংকার, মুখে হাসি, ডান দুই হাতে অভয় ও বরদানের মুদ্রা" (অশোক রায় ২২২)।

আদিযুগের শেষে কালীর মূর্তিরূপ বিবর্তনে একাধিক মাতৃকার মূর্তিশৈলীর প্রভাব এসে মিশেছে এবং একটা বিপুলস্রোতা মোহনায় পরিণত হয়েছে, সেটা মাতৃকাধর্মের ইতিহাসবিদ অশোক রায় খেয়াল করেছেনঃ "কালী, দুর্গা, চামুণ্ডা ও অম্বিকার একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার ফলে একের বৈশিষ্ট্য অন্যের মধ্যেও সঞ্চারিত হল দশম-একাদশ শতাব্দীর রচনায় ও পাল-সেন যুগের মূর্তিশিল্পে। এই রকম কয়েকটা মূর্তির কথা এখানে আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক। এখানে দেবীর মুখ হাসি হাসি, চার হাতের তিন হাতেই কপাল, মাথার খুলি লাগানো খট্বাঙ্গ ও শিশুর দেহ (শিশুদেহের মাথা নিচের দিকে ঝোলানো), মূর্তিতে দুর্গা-কালী ও চামুণ্ডার বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়। আর এক মূর্তিতে ললিতাসনা দেবীর গলায় মুণ্ডমালা, শুষ্কদেহ, গর্তে ঢোকা পেটে খিদের জ্বালার চিহ্নরূপে বিছের ছবি, চার হাতের দুই হাতে কর্তরী ও কপাল, এক বাহুতে ত্রিশুল। দেবীর ডান পা এক নগ্ন পুরুষের দেহের উপর (দেহটা মৃত কি না বোঝা যায় না)। এখানে চামুণ্ডার আসনে শবের সংযোজন;

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

হরিয়ানায় কৃষকদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ: আহত অনেকে, ইন্টারনেট বন্ধ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ভারতের হরিয়ানার শম্ভু সীমানায় আটকে দেওয়া হয় কৃষক সংগঠনের মিছিল। পুলিশ জানিয়ে দেয় আর এগোতে দেওয়া যাবে না। তারপর কৃষকেরা পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করতেই উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে। এই ঘটনায় ছয় জন আহত হয়েছেন। বেশ কয়েক জন কৃষককে আটক করেছে স্থানীয় পুলিশ।

অম্বালায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবা। কৃষক সংগঠন সংযুক্ত কিসান মোর্চার (অরাজনৈতিক) ডাকে সাড়া দিয়ে হরিয়ানার অম্বালায় শুক্রবার জড়ো হন কৃষকেরা। সেখান থেকেই দুপুর ১টায় দিল্লির উদ্দেশে হেঁটে মিছিল করে রওনা দেন তারা। কিন্তু শম্ভু সীমানায় পৌঁছাতেই তাঁদের আটকে দেওয়া হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, কৃষকদের আর এগোনোর অনুমতি নেই। অশান্তির আশঙ্কায় হরিয়ানার অম্বালায় ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার (বিএনএসএস) ১৬৩ ধারা জারি করা হয়েছে। ফলে একসঙ্গে পাঁচ জনের বেশি জমায়েত করতে পারবেন না। কৃষকদের এই অভিযান আটকাতে তৎপর পুলিশও। ইতোমধ্যেই ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়ক বহুস্তরীয় নিরাপত্তাবলয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে।

অশান্তির আশঙ্কায় শুক্রবার সকাল থেকেই স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছে প্রশাসন। শুধু তা-ই নয়, একসঙ্গে একাধিক মেসেজ পাঠানোর উপরেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আগামী ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই নির্দেশ বহাল থাকবে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। কৃষকদের এই দিল্লি অভিযানের মধ্যেই কেন্দ্রীয় কৃষি প্রতিমন্ত্রীর বার্তা, সরকার আলোচনা করতে রাজি।

শুধু হরিয়ানা নয়, পাঞ্জাব থেকেও মিছিল যাবে দিল্লিতে। এই কর্মসূচির কথা মাথায় রেখে বৃহস্পতিবার রাত থেকে দিল্লি-পাঞ্জাব এবং দিল্লি-হরিয়ানা সীমানায় নিরাপত্তা আঁটসাঁট করা হয়েছে। ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি), কৃষি ঋণ মওকুব, পেনশনের ব্যবস্থা এবং বিদ্যুতের বিল না-বাড়ানোর মতো বেশ কয়েকটি দাবিতে দিল্লি অভিযানের ডাক দিয়েছে পাঞ্জাব এবং হরিয়ানার কৃষক সংগঠনগুলি।

প্রসঙ্গত, গত ১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে দিল্লি লাগোয়া পঞ্জাব এবং হরিয়ানার সীমানায় অবস্থান করছেন কৃষকদের একাংশ।

ভারতের একাধিক স্থানে মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধ, নেপথ্যে যে কারণ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ভারতে কৃষকদের প্রতিশ্রুতি দিয়েও পূরণ করেনি মোদি সরকার। তাই ৫ দফা দাবিতে ফের রাজপথে নামছেন দেশটির কৃষকরা। এতে অশান্তির আশঙ্কায় বিশেষ করে হরিয়ানা রাজ্যে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। একইসঙ্গে আগামী ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত আম্বাল জেলার একাধিক স্থানে মোবাইল ইন্টারনেট এবং বার্তা আদান-প্রদান বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

এরইমধ্যে আম্বালে এলাকায় কৃষকদের একটি দল সম্মিলিত কৃষাণ মোর্চা (অরাজনৈতিক) দিল্লি চলো কর্মসূচি নিয়ে একত্রিত হয়েছেন। তাই উত্তেজনা নিরসনে এবং সরকারি-বেসরকারি সম্পত্তি রক্ষায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব ইন্টারনেট বন্ধের আদেশ দিয়েছেন। এতে বলা হয়েছে, ইন্টারনেটের অপব্যবহার রুখতে এবং ভুয়া তথ্য ছড়ানো রোধে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। আম্বাল জেলার ডাংদেরি, লোহগড়, মানকপুর, দাদিয়ানা, বারি ঘেল, লার্সা, কালু মাজরা, দেবী নগর, সাদ্দোপুর, সুলতানপুর এবং কাকরু গ্রামে মোবাইল ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এছাড়া ৫ জনের বেশি লোকজনকে একত্রিত হওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে জেলা কর্মকর্তা। বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে সরকারি-বেসরকারি স্কুল। কৃষকদের দিল্লি চলো কর্মসূচি রুখতে দিল্লি সীমান্ত এলাকা আম্বালাতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। পুরো রাস্তা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা ঘিরে ফেরা হয়েছে। এছাড়া জলকামান প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

৩ পাতার পর

বাংলাদেশ ইস্যুতে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে যত সমীকরণ

অবশ্য কৌশল নিয়েছিল সিপিএম। ফুরফুরা শরিফ, আব্বাস সিদ্দিকি, নওশাদ সিদ্দিকের সামনে রেখে ভোট ভাঙার সেই কৌশল সফল হয়নি। বরং মালদহ, মুর্শিদাবাদের মতো যে যে জেলায় কংগ্রেসের সঙ্গে কিয়দংশ মুসলিম ভোট ছিল, তা-ও চলে গেছে তৃণমূলের দিকে।

কংগ্রেসও বাংলাদেশ নিয়ে কর্মসূচি করছে। বেলঘরিয়ার যে তরুণ বাংলাদেশে বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে ধর্মীয় কারণে আক্রান্ত হয়েছেন বলে অভিযোগ, সেই সায়ন ঘোষের সঙ্গে গিয়ে দেখা করে এসেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভংকর সরকারসহ দলের নেতারা। ফলে এটা স্পষ্ট যে, কংগ্রেসও বিরোধী পরিসরে বিজেপির সমর্থনে থাবা বসানোর কৌশল নিয়েই বাংলাদেশ নিয়ে 'সক্রিয়' থাকার চেষ্টা করছে। যদিও কংগ্রেসের তরুণ নেতা আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় বলছেন, বিজেপি সীমান্তে গিয়ে উত্তেজনা তৈরি করছে। কিন্তু বেলঘরিয়ায় যায়নি। তার কারণ একটাই- সায়ন বাংলাদেশে যে বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলেন, তিনি ধর্মীয় পরিচয়ে মুসলিম। সেই পরিবার সায়নকে আগলে রেখেছিল। সায়নের বন্ধুই তাকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গেদে সীমান্তে পৌঁছে দিয়েছিলেন। বিজেপি সেটা বিপণন করতে পারবে না। তাই সায়নের বাড়িতে যায়নি।

তৃণমূলের অঙ্ক: বাংলাদেশের ঘটনা নিয়ে তৃণমূলের দলগত অবস্থান আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন মমতা। তার বক্তব্য, বিদেশের ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকার যা অবস্থান নেবে, সেটাই তৃণমূলের অবস্থান। মমতা দাবি করেছেন, ভারত সরকার রাষ্ট্রপুঞ্জের সঙ্গে কথা বলে বাংলাদেশে 'শান্তিসেনা' পাঠাক। এভাবে শান্তিসেনা পাঠানো যায় কি না বা কূটনৈতিক স্তরে তেমন সুযোগ রয়েছে কি না, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে তৃণমূল দলগত অবস্থান স্পষ্ট করার পরেও বাংলাদেশের বিষয়ে মন্তব্য করছে। বুধবার তৃণমূলের মুখপত্রে প্রতিবেদনের শিরোনামে লেখা হয়েছে, 'ইউনূস সরকারের অসভ্যতা চলছে'। তৃণমূলও 'কড়া' কথা বলছে অঙ্ক কষেই। শাসকদলের এক প্রথম সারির নেতার কথায়, আমরা যদি এই অবস্থান না নিই, তাহলে বিজেপি হিন্দু ভোটে আরও মেরুকরণ করার চেষ্টা করবে। সেই সুযোগ ওদের দেয়া হবে কেন?

শাসকদলের নেতারা এও বলছেন, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়ালে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ক্ষুণ্ন হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কারণ, তারা ভালো করে জানেন, মমতার শাসনেই তারা নিরাপদ। সীমান্তবর্তী এলাকায় বিজেপি যাতে 'উসকানি' না দিতে পারে, সে দিকেও সাংগঠনিকভাবে খেয়াল রাখতে হচ্ছে বলে দাবি শাসকদলের নেতাদের অনেকের।

সিনেমার খবর

cinema TV

আল্লু অর্জুনের বিরুদ্ধে এবার থানায় অভিযোগ!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

আগামী বৃহস্পতিবার মুক্তি পাবে 'পুষ্পা ২'। আল্লু অর্জুন অভিনীত সিনেমাটি নিয়ে দর্শকের উত্তেজনা তুঙ্গে। শনিবার থেকেই ছবির অগ্রিম টিকিট বিক্রিও ক্রমশ বাড়ছে। তার মধ্যেই আল্লুর বিরুদ্ধে থানা অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

আল্লু তার অনুরাগীদের 'আর্মি' হিসেবে উল্লেখ করেন। কিন্তু অভিনেতার এই বিশেষণ নিয়েই সম্প্রতি আপত্তি উঠেছে। সম্প্রতি মুম্বাইয়ে সিনেমার এক প্রচার অনুষ্ঠানে আল্লু তার অনুরাগীদের উদ্দেশে বলেন, 'আমার কোনো অনুরাগী নেই। আমার একটা সেনা আছে। আমি আমার অনুরাগীদের ভালবাসি। তারা আমার পরিবারের মতো। তারা ঠিক সেনার মতো আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন।' অভিনেতার এই মন্তব্য ঘিরেই সমস্যার সূত্রপাত।

সূত্রের খবর, অনুরাগীদের দেশের 'সেনা'র সঙ্গে তুলনা করায়, হায়দরাবাদের জহর নগর থানায় শ্রীনিবাস গৌড় নামে এক ব্যক্তি অভিযোগ দায়ের করেছেন থানায়। অভিযোগপত্রে অভিনেতাকে ভবিষ্যতে তার অনুরাগীদের 'আর্মি' সম্বোধন করতে নিষেধ করা হয়েছে। সেখানে লেখা হয়েছে, 'সেনারা সম্মাননীয়। তারা আমাদের দেশকে রক্ষা করেন। তাই আপনি (আল্লু অর্জুন) আপনার অনুরাগীদের এই নামে ডাকতে পারেন না। পরিবর্তে আরও অনেক বিশেষণ রয়েছে, যা আপনি ব্যবহার করতে পারেন।'

অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর এখনও পর্যন্ত আল্লুর তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বিচ্ছেদের জল্পনার মাঝেই নতুন অধ্যায় শুরু করছেন ঐশ্বরিয়া

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

বিচ্ছেদের জল্পনা তুঙ্গে। গত কয়েক মাস ধরেই শোনা যাচ্ছে, বিচ্ছেদের পথে হাঁটছেন অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বরিয়া রায়। যদিও এখনও সেই জল্পনা নিয়ে নীরব দম্পতি। বরং তারা যেন এই জল্পনায় কানই দিচ্ছেন না। এর মাঝেই নিন্দুকদের মুখে ছাই দিয়ে ফের কাজে ফিরছেন প্রাক্তন বিশ্বসুন্দরী।

বহু দিন ধরেই অনুরাগীদের প্রশ্ন, কবে কাজে ফিরছেন ঐশ্বরিয়া? অবশেষে সেই প্রতীক্ষার অবসান হতে চলেছেন। মেকআপশিল্পী অ্যাড্রিয়ান জ্যাকবের পোস্ট করা ছবি তেমনই ইঙ্গিত দিচ্ছে। ঐশ্বরিয়ার সঙ্গে শুটিং সেট থেকেই একটি ছবি পোস্ট করেন জ্যাকব। সঙ্গে ক্যাপশনে লেখেন, "কাজের জায়গায় ঐশ্বরিয়ার সঙ্গে একটা ভাল দিন কাটল।"

তবে কী কাজ, সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি তিনি। এই ছবি দেখে নেটপাড়ায় ঐশ্বরিয়ার অনুরাগীরা শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিয়েছেন।

আম্বানী-পুত্র অনন্তের বিয়ের আসর থেকে শুরু হয় ঐশ্বরিয়া-অভিষেকের বিবাহবিচ্ছেদের জল্পনা। তবে এই জল্পনার মধ্যে এ-ও শোনা যাচ্ছে, দম্পতি নাকি ফের পর্দায় জুটি বাঁধছেন। মণি রত্নমের ছবিতে নাকি তাদের ফের একসঙ্গে দেখা যাবে। এই গুঞ্জন নতুন করে তাদের বিচ্ছেদ-জল্পনার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে।

২০০৭ সালে ঠিক বিয়ের আগে মণি রত্নমের ছবি 'গুরু'-তে জুটি বেঁধেছিলেন ঐশ্বরিয়া-অভিষেক। দু'জনের রসায়নে মুগ্ধ হয়েছিলেন দর্শক। এর পরে ফের পরিচালকের ছবি 'রাবণ'-এও একসঙ্গে অভিনয় করেন বচ্চন-দম্পতি। ২০১০ সালে মুক্তি পায় সেই ছবি। ১৪ বছর পর ফের বচ্চন দম্পতির জন্য একটি চিত্রনাট্য খুঁজে পেয়েছেন মণি রত্নম। তবে এখনও এ নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি ঐশ্বরিয়া বা অভিষেক কেউই।

আরও একটি বিষয় চোখে পড়েছে নেটাগরিকের। মেয়ে আরাধ্যার জন্মদিনে ঐশ্বরিয়ার সঙ্গেই ছিলেন অভিষেক। জন্মদিনের অনুষ্ঠান আয়োজনকারী সংস্থার প্রকাশ করা ভিডিওতে প্রকাশ্যে এসেছে এই তথ্য।

অভিনয় নিয়ে মেয়েকে যে উপদেশ চাঙ্কির

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

'কল মি বে' সিরিজের জন্য প্রশংসা পেয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী অনন্যা পাণ্ডে। মেয়েকে নিয়ে গর্বিত চাঙ্কি পাণ্ডেও। তবে একটি বিষয়ে অনন্যার আরও জোর দেওয়া উচিত বলে মনে করেন তিনি। অনন্যা কণ্ঠস্বর জোরালো করার বিষয়টি আরও ভালো করে দেখা উচিত বলে তিনি মনে করেন। অনন্যা নিজেই তার বাবাকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'অভিনয়ের কোন দিকে আমাদের জোর দেওয়া উচিত? বাবা বলেছিলেন কণ্ঠস্বরের দিকে আমার মন দেওয়া উচিত।'

'কী মনে হয়, আগের থেকে আমি উন্নতি করেছি?' উত্তরে চাঙ্কি বলেছিলেন, 'আমার মনে হয় তোমার কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতা কমানো উচিত। যতদিন এই তীক্ষ্ণতা থাকবে, আমি সতর্ক করব। আমারও অনেক ভুল রয়েছে। প্রত্যেক অভিনেতারই কোনও না কোনও ভুল থাকে। আসলে এই ভুলগুলো নিয়েই আমরা স্বতন্ত্র অভিনেতা হয়ে উঠি।'

প্রায়ই নিজের অভিনয় সম্পর্কে বাবার প্রতিক্রিয়া জানতে চান অনন্যা। একবার অভিনেত্রীকে চাঙ্কি বলেছিলেন, "আমি মনে করি, তুমি অসাধারণ অভিনেতা। তোমার অভিনয় দিয়ে তুমি মুগ্ধ করেছ।'

'বিশেষ করে 'স্টুডেন্ট অফ দ্য ইয়ার' দেখে খুব ভালো লেগেছিল। আর এখন 'কল মি বে'র মতো সাত-আট এপিসোডের সিরিজে তোমার অভিনয় দেখলাম।'

প্রসঙ্গত, চাঙ্কি পাণ্ডে একটা সময় চুটিয়ে হিন্দি ছবিতে কাজ করার পাশাপাশি বাংলা, তেলেগু, কন্নড় ছবিতেও কাজ করেছেন। অভিনয় করেছেন বাংলাদেশের ছবিতেও। ওটিটিতেও দেখা গেছে তাকে। আর কতরকমের চরিত্রেই না অভিনয় করেছেন। এইমুহূর্তে 'হাউজফুল ৫'-এর শুটিংয়ে ফ্রান্সে রয়েছেন তিনি।

'কাঞ্চন বলেছিল, ২৭ বছর বয়সে মা হবি?'

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

বিয়ের সাড়ে ৮ মাসের মাথায় বাবা-মা হয়েছেন ভারতীয় সিনেমার কমেডিয়ান কাঞ্চন মল্লিক ও অভিনেত্রী শ্রীময়ী চট্টরাজ। গত ২ নভেম্বর সন্ধ্যায় কন্যা সন্তানের জন্ম দেন শ্রীময়ী।

নতুন মা হওয়ার পর রাতে খুব একটা ঘুম হচ্ছে না শ্রীময়ীর। তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লে মেয়েকে কোলে নিয়ে রাত জাগেন বাবা কাঞ্চন মল্লিক। যদিও শ্রীময়ীর রাত জাগা শুরু হয় মেয়ে গর্ভে থাকাকালীন।

বিনিদ্র রজনী কাটালেও ক্লান্তি নেই শ্রীময়ীর। কারণ মা হওয়ার সিদ্ধান্ত শ্রীময়ীরই। বয়স বিবেচনা করে কাঞ্চন বারণ করেছিলেন। এ বিষয়ে শ্রীময়ী চট্টরাজ বলেন, "শ্রীময়ীর কথায়, কাঞ্চন বলেছিল, ২৭ বছর বয়সে মা হবি? আর একটু সময় নে। কিন্তু আমি আর সময় নষ্ট করতে চাইনি। আমরা একসঙ্গে অনেক ঘুরেছি, অনেক সময় কাটিয়েছি, একা বাড়িতে কাটিয়েছি। এবার তিনজনে একসঙ্গে সময় কাটাতে চাই।"

অভিনেত্রী অনিন্দিতা দাসকে ভালোবেসে প্রথম সংসার শুরু করেছিলেন অভিনেতা কাঞ্চন মল্লিক। ২০১০ সালে ভেঙে যায় এ সংসার। তাদের সাড়ে সাত বছরের সংসার ছিল। এরপর পিংকি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন কাঞ্চন। গত ১০ জানুয়ারি ৯ বছরের দাম্পত্য জীবনের ইতি টানেন তারা। এ সংসারে তাদের একটি পুত্রসন্তান রয়েছে।

দ্বিতীয় সংসার ভাঙার এক মাসের মাথায় অভিনেত্রী শ্রীময়ী চট্টরাজকে বিয়ে করেন ৫৩ বছর বয়সি কাঞ্চন। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২৭ বছর বয়সি এই অভিনেত্রীকে রেজিস্ট্রি বিয়ে করেন তিনি। এরপর সামাজিক রীতি মেনে ২৬ বছরের ছোট শ্রীময়ীকে ঘরে তুলেন কাঞ্চন।

মূলত, পিংকির সঙ্গে সংসার চলাকালীন কাঞ্চনের জীবনে শ্রীময়ীর আগমন ঘটে। পরকীয়ার অভিযোগ, অসম বয়স নিয়ে দারুণভাবে সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন কাঞ্চন-শ্রীময়ী। বিয়ের পর এ সমালোচনার আগুন আরো ছড়িয়ে পড়েছিল। সমালোচনা-বিতর্ক নিয়ে একাধিকবার কথাও বলেছেন কাঞ্চন-শ্রীময়ী।

অভিনেত্রীর রহস্যজনক মৃত্যু, বাড়ি থেকে মরদেহ উদ্ধার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

দক্ষিণী ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির পরিচিত মুখ শোবিতা শিবন্না। রবিবার হায়দরাবাদে নিজের বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে শোবিতার মরদেহ। কন্নড় সিনেমা ও টেলিভিশনে নিয়মিত কাজ করছিলেন ৩০ বছর বয়সী এই অভিনেত্রী। হিন্দুস্তান টাইমস থেকে জানা যায়, পুলিশ বলছে শোবিতা শিবন্না দেহ ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয়। প্রাথমিক ভাবে এই মৃত্যুর ঘটনা আত্মহত্যা বলেই মনে করা হচ্ছে।

শোবিতার মরদেহ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য গান্ধী হাসপাতালে পাঠানো হয়। যদিও এই মৃত্যুর পিছনে সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনায় একটি মামলা করা হয়েছে। সেই ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু করেছে স্থানীয় পুলিশ। গাছিবাউলি থানা পুলিশ জানিয়েছে, তেলেঙ্গানার রাঙ্গারেড্ডির বাসিন্দা কন্নড় অভিনেত্রী শোবিতা শিবন্নাকে কোন্ডাপুরে তার নিজের অ্যাপার্টমেন্টেই মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। তার বাড়িটি গাছিবোলি থানা এলাকার মধ্যে পড়ে। প্রাথমিকভাবে তিনি গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ।

উল্লেখ্য, শোবিতা বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় সিনেমাতে অভিনয় করেছিলেন। যার মধ্যে রয়েছে 'ইরাডোন্ডলা মুরু', 'এটিএম: অ্যাটেম্পট টু মার্ডার', 'ওহ্ কাথে হেলা', 'জ্যাকপট এবং বন্দনা'। এছাড়াও তিনি 'গালিপাতা', 'মঙ্গলা গৌরী', 'কোগিলে', 'ব্রহ্মগন্ত', 'কৃষ্ণা রুক্মিণী'র মতো টিভি সিরিয়ালে নিয়মিত অভিনয় করছিলেন।

ফিফা বিশ্বকাপের আয়োজক হচ্ছে সৌদি আরব!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

২০৩৪ বিশ্বকাপের আয়োজক দেশ হতে চলেছে সৌদি আরব। এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না এলেও শনিবার ফিফা কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদনে এমনটাই ওঠে আসে। ২০৩৪ বিশ্বকাপের জন্য একমাত্র বিডার দেশ ছিল সৌদি আরব।

মানবাধিকার ইস্যুতে সৌদি আরব নিয়ে অনেকের আপত্তি থাকার পরও তাদেরকে ৫ এর মধ্যে ৪.২ দিয়েছে ফিফা যা ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

ফিফা প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ২০৩৪ ফুটবল বিশ্বকাপে মানবাধিকারের ঝুঁকি মধ্যম। সংস্কারের জন্য এটি নিয়ামক হিসেবে কাজ করতে পারে। তবে যেসব সংগঠন সৌদি আরবের বিশ্বকাপ আয়োজন নিয়ে শুরুতে আপত্তি তুলেছিল, তারা ফিফার এমন মূল্যায়নকে তিরস্কার করেছে।

দেশটিতে বিশ্বকাপ আয়োজনে এখন অবকাঠামোই প্রধান চ্যালেঞ্জ। বিশ্বকাপে খেলা হবে সর্বমোট ২৩টি স্টেডিয়ামে। এর মধ্যে একটি কিং সালমান স্টেডিয়াম যার দর্শক ধারণক্ষমতা হবে ৯২ হাজার। এই স্টেডিয়ামেই হবে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ও ফাইনাল ম্যাচ। এই স্টেডিয়ামের কাজ শেষ হওয়ার কথা ২০৩২ সালে।

ফিফা আরও জানায়, অবকাঠামোগত কাজ চলমান হলেও সৌদির প্রস্তাবে টেকসই অবকাঠামো নির্মাণের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। পাশাপাশি পরিবেশগত সুরক্ষার বিষয়েও ঝুঁকি অনেক কম। তবে গ্রীষ্মে উচ্চ তাপমাত্রা নিয়ে ঝুঁকির কথা স্বীকার করেছে ফিফা। সে কারণে সম্ভাব্য কোনো সূচি এখনো ঠিক করানি ফিফা। বিশ্বকাপ আবহাওয়ার কারণে শীতের সময়ে হতে পারে।

উল্লেখ্য, ২০২৬ বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে ৩টি দেশে। যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায়। ২০৩০ সালের বিশ্বকাপ আয়োজক হিসেবে থাকবে স্পেন, পর্তুগাল ও মরক্কো। তবে শতবর্ষী এই বিশ্বকাপের শুরুর ৩ ম্যাচ হবে উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা ও প্যারাগুয়েতে।

আইসিসির চেয়ারম্যান হিসেবে যাত্রা শুরু করলেন জয় শাহ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন জয় শাহ। তিনি নিউজিল্যান্ডের গ্রেগ বার্কলের জায়গায় বসলেন। ২০২০ সালের নভেম্বর থেকে বার্কলে এই দায়িত্ব পালন করেছেন।

রবিবার আনুষ্ঠানিকভাবে আইসিসির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন জয় শাহ। পঞ্চম ভারতীয় হিসেবে আইসিসির প্রধান হয়েছেন তিনি। তার আগে এই দায়িত্ব পালন করেছেন জাগমোহন ডালমিয়া, শারাদ পাওয়ার, এন শ্রিনিবাসন ও শাশাঙ্ক মানোহার।

এক বিবৃতিতে জয় শাহকে দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে আইসিসি। এর আগে গত আগস্টে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আইসিসির স্বাধীন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন জয় শাহ। আইসিসি বোর্ডের মনোনীত একমাত্র প্রার্থী ছিলেন জয় শাহ। তাই আনুষ্ঠানিক নির্বাচনের প্রয়োজন হয়নি।

দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম বিবৃতিতে তিনি ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে তার অগ্রাধিকার তুলে ধরেন। এর মধ্যে অন্যতম হলো ক্রিকেটকে ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে অন্তর্ভুক্তির সুযোগকে কাজে লাগানো। সেই সঙ্গে নারীদের ক্রিকেটের আরও দ্রুত বিকাশ নিশ্চিত করা।

বিবৃতিতে জয় শাহ বলেন, 'আইসিসি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করা আমার জন্য অত্যন্ত সম্মানের বিষয়। আইসিসির পরিচালক ও সদস্য বোর্ডগুলোর সমর্থন এবং আস্থার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

এটি ক্রিকেটের জন্য আকর্ষণীয় একটি সময়। আমরা লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি এবং খেলাটিকে বিশ্বব্যাপী আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও আকর্ষণীয় করতে কাজ করছি।'

জয় শাহ আরও বলেন, 'বিভিন্ন ফরম্যাটের সমান জনপ্রিয়তা অর্জন এবং নারীদের ক্রিকেটের দ্রুত বৃদ্ধি এই মুহূর্তে বড় চ্যালেঞ্জ। ক্রিকেটের বিশ্বব্যাপী সম্ভাবনা অপরিসীম, এবং আমি আইসিসি দল ও সদস্য দেশগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার অপেক্ষায় আছি, যাতে খেলাটিকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া যায়।'

ক্রিকেট প্রশাসনে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থাকা জয় শাহ ২০০৯ সালে গুজরাট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে তার যাত্রা শুরু করেন। তার তত্ত্বাবধানে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রিকেট স্টেডিয়াম আহমেদাবাদে নির্মিত হয়। ২০১৯ সালে তিনি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডে (বিসিসিআই) যোগ দেন এবং সর্বকনিষ্ঠ সম্মানসূচক সচিব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এছাড়া তিনি এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সভাপতি এবং আইসিসির অর্থ ও বাণিজ্যিক বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

মাঠেই লুটিয়ে পড়লেন ফুটবলার,

হাসপাতালে লড়ছেন মৃত্যুর সঙ্গে

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

খেলার মাঝে হঠাৎ হাঁটু গেড়ে মাঠে বসে পড়লেন ফুটবলার। কয়েক সেকেন্ড পর উঠে দাঁড়িয়ে চেষ্টা করেন হেঁটে সামনে যাওয়ার। কিন্তু কয়েক কদম যাওয়ার পরই শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে যান মাঠেই। ১ ডিসেম্বর ইতালিয়ান সিরি 'আ'তে ফিওরেন্তিনা ও ইন্টার মিলান ম্যাচে এ ঘটনা ঘটে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে আরও দেখা গেছে, ম্যাচের ১৬ মিনিটে ২২ বছর বয়সী ফিওরেন্তিনার মিডফিল্ডার এদোয়ার্দো বোভ হঠাৎ করেই মাঠে লুটিয়ে পড়েন। বোভের এমন অবস্থা দেখে কাছে থাকা ইন্টার ও ফিওরেন্তিনার খেলোয়াড়রাই তাৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসক দলকে মাঠে আসার জন্য ডাক দেন। পরে ম্যাচটি সাসপেন্ড করা হয়।

চিকিৎসকেরা মাঠে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন বোভকে। এ সময় তাকে বৃত্তাকারে ঘিরে ছিলেন দুই দলের খেলোয়াড় এবং স্টাফরা। পরিস্থিতি বিবেচনায় দ্রুত অ্যাম্বুলেন্সে করে তাকে ফ্লোরেন্সের কারেজ্জি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে নিবিড় পরিচর্যায় (আইসিইউ) আছেন তিনি।

এদিকে বোভের সতীর্থ ও স্প্যানিশ গোলরক্ষক দাভিদ দে হেয়া পোস্ট করেছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে, 'সৃষ্টিকর্তা সহায় হোন।' তাকে নিয়ে পোস্ট করেছে রোমাও, 'আমাদেরই একজন তুমি, তোমার সঙ্গে আছি।'

বোভের শারীরিক অবস্থা নিয়ে এক বিবৃতিতে ফিওরেন্তিনা জানিয়েছে, চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে বোভ হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে আছেন। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আবার বোভের শারীরিক অবস্থার পুনঃমূল্যায়ন করা হবে বলেও জানিয়েছে ক্লাবটি।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, বোভকে স্থিতিশীল হেমোডাইনামিক (রক্ত প্রবাহের গতি) অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছিল। তাঁর শরীরে প্রথমে যে কার্ডিওলজিকাল এবং নিওরোলজিক্যাল পরীক্ষাগুলো করা হয়েছে তাতে স্নায়ুতন্ত্র এবং কার্ডিও-শ্বসনতন্ত্রের মারাত্মক কোনো ক্ষতি লক্ষ্য করা যায়নি। তবে তার শারীরিক অবস্থার অগ্রগতি জানতে আরও কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে। আপাতত তাকে ফার্মালোজিক্যাল সিডেশনে (ওষুধের মাধ্যমে অচেতন করে রাখা) রাখা হয়েছে।

বোভের সুস্থতা কামরা করে ফিওরেন্তিনা প্রেসিডেন্ট রোকো কোমিসো বলেছেন, 'এদোয়ার্দো আমরা তোমার সঙ্গে আছি। তুমি দারুণ একজন ছেলে। এ পরিস্থিতিতে ক্লাবের সবাই বোভের পরিবারের সঙ্গে আছে বলেও জানান রোকো।

লিভারপুলের কাছেও হারল ম্যানসিটি

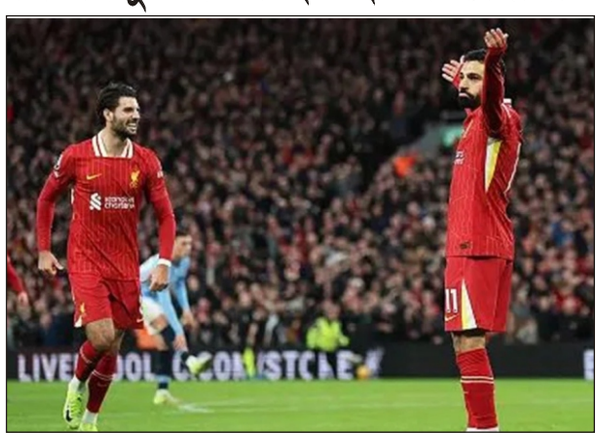

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

আবারও হেরেছে ম্যানচেস্টার সিটি। টানা চারবারের ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়নরা রবিবার(১ ডিসেম্বর) রাতে লিভারপুলের কাছে ২-০ গোলে হেরেছে। ২০০৬ সালের এই প্রথম টানা সাত ম্যাচ জয়হীন সিটি। এর মধ্যে হেরেছে ছয়টিতে, ড্র একটি। এই হারে পয়েন্ট টেবিলের পাঁচে নেমে গেছে পেপ গার্দিওলার দল। শীর্ষে থাকা লিভারপুলের চেয়ে পিছিয়ে ১১ পয়েন্টে। ১৩ ম্যাচে লিভারপুলের পয়েন্ট ৩৪।

দুইয়ে থাকা আর্সেনালের পয়েন্ট ২৫। ভাগ্য বদলানোর আশায় অ্যানফিল্ডে গিয়েছিলে ম্যানসিটি। কিন্তু শুরুতেই পিছিয়ে পড়ে আরেকটি হারের শঙ্কায় পড়ে যায় গার্দিওলার দল। ১২ মিনিটে মোহামেদ সালাহর বাড়ানো বলে দুরের পোস্টে পা ছুঁইয়ে জাল খুঁজে নেন কোডি গাকপো।

এরপর ম্যাচে ফেরার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে সিটি। কিন্তু আর্লিং হালান্ড, বের্নারদো সিলভারা সিটিকে গোল এনে দিতে পারেননি। উলটো ৭৮ মিনিটে ব্যবধান বাড়ায় লিভারপুল। পেনাল্টি থেকে গোল করে জয় নিশ্চিত করেন সালাহ। সিটির ক্লাব ইতিহাসে এমন বাজে সময় আর কখনো আসেনি।

স্টার্কের ক্যারিয়ার-সেরা বোলিংয়ে ১৮০ রানে গুটিয়ে গেল ভারত

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

অ্যাডিলেড টেস্টের প্রথম ইনিংস, প্রথম ডেলিভারি, মিচেল স্টার্ক এবং উইকেট! স্টার্কের ক্যারিয়ার সেরা বোলিংয়ের দিনে প্রথম ইনিংসে ১৮০ রানে গুটিয়ে যায় সফরকারী ভারত।

এ নিয়ে টেস্টে পঞ্চমবার এক ইনিংসে ৬ উইকেটের দেখা পেলেন স্টার্ক। তবে আজ কেবল ৪৮ রান খরচ করেন বাঁহাতি এই পেসার। এর আগে তার ক্যারিয়ার সেরা বোলিং ফিগার ছিল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে গলে ৬ উইকেটে ৫০ রান।

গোলাপি বলের টেস্টের প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার এই পেসারের তোপে দাঁড়াতে পারল না ভারত। নীতিশ কুমার রেড্ডির মান বাঁচানো ৫৪ বলে ৪২ রানের ইনিংসের পরও শেষ পর্যন্ত সফরকারীরা গুটিয়ে গেছে ১৮০ রানে। দিবা-রাত্রির টেস্টের শুরুটা হয় স্টার্কের হাত দিয়ে। প্রথম বলেই তিনি এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন যশস্বী জয়সওয়ালকে। ঘণ্টায় ১৪০ কিলোমিটার গতির বল ফ্লিক করার চেষ্টা করলেও পারেনি এই ভারতীয় ওপেনার। খানিকটা দেরিতে সুইং করায় বল আঘাত হানে তার প্যাডে। আম্পায়ারও স্টার্কের আবেদনে সাড়া দিতে দেরি করেননি। পার্থ টেস্টে সেঞ্চুরির পথে ধীর গতি নিয়ে স্টার্ককে স্লেজিং করা জয়সওয়াল তাই ফেরেন গোল্ডেন ডাকেই। এরপর ডিনার সেশনের আগে লোকেশ রাহুল (৩৭) ও বিরাট কোহলিকেও (৭) তুলে নেন স্টার্ক। থিতু হওয়ার ইঙ্গিত দিলেও শুভমান গিল (৩১) শিকার হন স্কট বোল্যান্ডের।

ওপেনিং ছেড়ে ছয় নম্বরে নামা রোহিত শর্মা অবশ্য কোনো সুবিধা করতে পারেননি। বোল্যান্ডের বলেই ৩ রান করে ফিরতে হয় ভারতীয় অধিনায়ককে। এরপর ঋষভ পন্তকে (৩) তুলে নিয়ে উইকেটের খাতা নাম লেখান অজি অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। স্টার্কের দাপট অবশ্য চলতেই থাকে। হারশিত রানার পর রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে তুলে নিয়ে ক্যারিয়ারের ১৫তম ফাইফার পূর্ণ করেন তিনি। এমন দুরবস্থা দেখে দেড়শ পেরোনোও মুশকিল লাগছিল ভারতের জন্য। তবে সেক্ষেত্রে কৃতিত্ব দিতে হবে নীতিশ রেড্ডিকে। পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে ৫৪ বলে ৩ চার ও ৩ ছক্কায় ৪২ রান করেন তিনি। যদিও দলের শেষ ব্যাটার হিসেবে স্টার্কের কাছেই থামতে হয় তাকে।

ব্যর্থ এমবাপ্পে, আনচেলত্তি বললেন সব ঠিক হয়ে যাবে

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

চলতি মৌসুমে পিএসজি ছেড়ে রিয়াল মাদ্রিদে থিতু হয়েছিলেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। তাকে ঘিরে রিয়াল সমর্থকদের প্রত্যাশার পারদ তুঙ্গে থাকলেও একের পর এক ম্যাচে কেবল হতাশাই উপহার দিচ্ছেন তিনি। তার নিষ্প্রভ পারফরম্যান্সের নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে দলের ওপরও। অবশ্য দুঃসময়ে কোচ কার্লো আনচেলত্তিকে পাশেই পাচ্ছেন এমবাপ্পে। দলের সাম্প্রতিক ব্যর্থতার দায় কেবল ফরাসি তারকাকে দিতে নারাজ কার্লো আনচেলত্তি। বলছেন, এমবাপ্পে ফর্মহীনতা শুধু তারই সমস্যা নয়। এর পেছনে পুরো দলের ধারাবাহিকতার অভাবও অনেকাংশেই দায়ী।

গত বুধবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে লিভারপুলের বিপক্ষে রিয়ালের পরাজয়ের ম্যাচটিতে পেনাল্টি মিস করেছেন ফরাসি ফরোয়ার্ড। এর মাধ্যমে পাঁচ ম্যাচে তৃতীয় পরাজয়ের স্বাদ পেয়েছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন মাদ্রিদ। পিএসজির সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর গ্রীষ্মে মাদ্রিদে যোগ দেন এমবাপ্পে। কিন্তু স্পেনে আসার পর থেকেই ফর্মহীনতার কারণে নানাভাবে সমালোচনার শিকার হচ্ছেন। রিয়ালের জার্সিতে সর্বশেষ ৯ ম্যাচে স্রেফ দুটি গোল করতে পেরেছেন এমবাপ্পে।

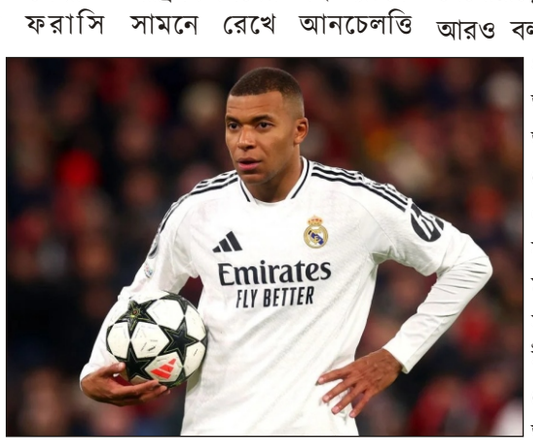

আজ (রবিবার) লা লিগায় গেতাফের মুখোমুখি হবে মাদ্রিদ। লিগের এই ম্যাচকে সামনে রেখে আনচেলত্তি সংবাদ সম্মেলনে বলছেন, 'এমবাপ্পের সমস্যা আমাদের সবার সমস্যা। আমাদের পরিকল্পনা হচ্ছে নিজেদের সেরাটা দেওয়া। শুধু তার জন্যই এটা নয়, অন্য সব খেলোয়াড়দের জন্যই প্রযোজ্য। এটা কোনো একজন খেলোয়াড়ের সমস্যা নয়।'

আরও বলছেন, 'পুরো দলই ধারাবাহিকতার অভাবে ভুগছে। আমাদের উন্নতির চেষ্টা করতে হবে। এমবাপ্পে এখানে নতুন এসেছে, তার মানিয়ে নিতেও সমস্যা হচ্ছে। সে ইতোমধ্যে আট গোল করেছে, আক্রমণে অংশ নিচ্ছে, অন্যদের এ্যাসিস্ট করছে। অবশ্যই সে একজন ভালো খেলোয়াড়। কিন্তু আমাদের সকলের আরো ভালো খেলার চেষ্টা করতে হবে।'

ফ্রান্সের সর্বশেষ দুটি ম্যাচে ইনজুরির কারণে দলে ছিলেন না এমবাপ্পে। আনচেলত্তি আরও বলেছেন, 'লিভারপুলের বিপক্ষে ম্যাচের পর এমবাপ্পের পারফরম্যান্স নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আশা করছি সব ঠিক হয়ে যাবে।'

আনচেলত্তি জানিয়েছেন ভিনিসিয়াস জুনিয়র, দানি কারভাহাল, এডার মিলিটাওয়ের মতো খেলোয়াড়দের ইনজুরির কারণে লিভারপুলের বিপক্ষে হার মেনে নিতে হয়েছে। তবে গেতাফের ম্যাচের আগে ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার রদ্রিগো ফিট হয়ে দলে ফিরছেন। এই মুহূর্তে লা লিগা টেবিলের শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার থেকে চার পয়েন্ট পিছিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মাদ্রিদ।

স্বত্বাধিতকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata- 700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR